শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী
ঠাকুরের
শ্রীপাট অম্বিকা

অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ লীলা, গৌরীদাসের প্রেমখেলা
ভক্ত আগে দিতে সে রসাল।
গুরু আজ্ঞা শিরে ধরি, গৌর গৌরীদাসে হেরি,
কহে দীন হীন চুণীলাল॥

শ্রীপাট অম্বিকা
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে
৺তপেন্দ্রকুমার গোস্বামী ঠাকুরের
একমাত্র পুত্র **শ্রীতাপস গোস্বামী**
কর্ত্তৃক প্রকাশিত
কালনা ◻ বর্দ্ধমান

২৮শে আশ্বিন ১৪০৬ সাল
(ইং ১৫ই অক্টোবর '৯৯)

উ ৎ স র্গ

স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়—

আপনি ও পিতামহ কর্তৃক গৌরীদাস পণ্ডিত সম্বন্ধিয় সংগৃহীত তথ্যের সমাহার পুনঃ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। সেই অর্ঘ আপনার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রদান করিলাম।

আপনার একমাত্র পুত্র
"তাপস গোস্বামী"

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত
গোস্বামী ঠাকুরের
শ্রীপাট অম্বিকা

"অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়,
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর।"

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, মহাভাব মূর্ত্তিমতী,
রাধা হয় রসের আশ্রয়।
কৃষ্ণকে আহ্লাদ দিতে, কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদিতে,
তান সম আর কেহ নয় ॥
রাধাকৃষ্ণ এক রূপে, আছিলা গোলক মাঝে,
এক আত্মা এক তায় দেহ।
ব্রজেতে লীলার তরে, দুয়ে ভিন্ন রূপ ধরে,
অবতীর্ণ হৈলা উভে সেহ ॥

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের

কলিতে চৈতন্য নামে, পুরাইতে নিজ কামে,
দুই রূপ এক হৈলা পুনঃ।
রাধা ভাব দ্যুতি চোরা নমি আমি সেই গোরা,
কৃষ্ণের স্বরূপ নহে উন ॥

সর্ব্বাবতারের বীজস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনভূষণ গোপীজনবল্লভ শ্রীরাধারমণ মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া, কলিহত মলিন জীবের উদ্ধারের জন্য ভৌম বৃন্দাবনের অভিন্ন তত্ত্ব, বাংলার বিদ্যাপীঠ শ্রীধাম নবদ্বীপে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীচৈতন্যরূপে যখন প্রকট হন, সেই সময়ে ব্রজলীলার নিত্যসঙ্গীগণও লীলারস পুষ্টির জন্য বঙ্গের তথাকথিত ভারতের নানাস্থানে প্রকাশ হইয়া, বেগবতী নদীর ন্যায় উদ্দাম ভক্তি তরঙ্গে দেশ প্লাবিত করিয়া শ্রীগৌরসাগরে মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন লীলার বয়ঃ ও অধিকার ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চারি শ্রেণী। সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখা। অন্তরঙ্গ প্রিয়নর্ম্মসখাগণের মধ্যে আবার শ্রীসুবলচন্দ্রই মুখ্যতম। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকায় যথা—

"সখীভাবং সমাশ্রিত্য নানাসেবাপরিপ্লুতঃ।
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যো মধুরো ভাবভাবিতঃ।
নানাগুণ সুখোপেতঃ কৃষ্ণপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥"

সখীভাব সমাশ্রয়ে নানা সেবাপর।
রাধাকৃষ্ণ মিলনেতে অতীব তৎপর ॥
মধুর ভাবেতে সদা ভাবিত হৃদয়।
নানাগুণে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হয় ॥

শ্রীসুবলের সেবাধিকার সৌভাগ্য সম্বন্ধে শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে সহায়ভেদে ৭ম অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছেন।

"প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্যললনাং ক্রীড়াকলি প্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং।
কঃ শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতিঃ ॥"

কুঞ্জগৃহে সখি করে শয্যার রচনা।
বিলাস লীলার যোগ্য পুষ্পের ঝলনা ॥
শয্যা মাঝে কেলিসাজে কিশোরী কিশোর।
মনোভাব বুঝি সখি গৃহের অন্তর ॥
প্রিয়া হৃদে পরিশ্রান্ত যবে শ্যামরায়।
সুবল কেবল তথা চামর ঢুলায় ॥
সম্ভোগ লীলায় নহে সখিগণের স্থিতি।
কে বুঝিবে সুবলের এই সেবা রীতি ॥

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী স্তবাবলী গ্রন্থের ব্রজবিলাসে ২২ শ্লোকে শ্রীসুবলের গাঢ় প্রেমের প্রতিচ্ছবি দিয়াছেন যথা—

"গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্যভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধো র্নজহাতি হস্তং।
যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতা স্তং
প্রেম বিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥"

গাঢ় অনুরাগভরে বিরহেতে ভীত,
স্বপ্নেও গোকুলবিধুর হস্ত নাহি ছাড়ে,
রাধিকার প্রেমে যাঁর নিষিক্ত হৃদয়,
সেই প্রেমময়তনু সুবলেরে নমি।

শ্রীসুবলচন্দ্রই শ্রীনবদ্বীপ লীলায় শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় যথা—

"সুবলো যঃ প্রিয়প্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিত।"

সুবল যে প্রিয়প্রেষ্ঠ তেঁহ গৌরীদাস।

অন্যত্র—

"পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাস গুণান্বিতং।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয়মহং ভজে ॥"

পুরবে সুবল যেই এবে গৌরীদাস সেই
গুণনিধি গুণের আলয়।
নিতাই চৈতন্য প্রিয় সর্ব্ব জীবে কৃপাময়
ভজি আমি সেই মহাশয় ॥

শ্রীগৌরলীলাতেও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের অব্যাহত অধিকার দেখিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥"

শ্রীনবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শালিগ্রাম নামক গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত মহাশয় প্রকাশ হন। বাল্যে গ্রামস্থ সঙ্গী বালকগণকে লইয়া ব্রজলীলানুকরণই বালক গৌরীদাসের খেলা ছিল। সজ্জনগণ বালকের এবম্ভূত ক্রীড়া দেখিয়া মহাপুরুষ জ্ঞানে বালককে যথেষ্ঠ মান্য করিতেন। বিদ্যারম্ভ হইলে গুরুমুখে শ্রুত হইয়া অল্পদিনে বহু বিদ্যালাভ করিলেন। বিজ্ঞেরদল বলিতেন, এ বালক শ্রুতিধর। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কিছুদিন গৃহে থাকিয়া জীবশিক্ষাকল্পে আদর্শ গৃহীরূপে সংসার করেন।

এদিকে শ্রীনবদ্বীপে আনন্দের হাট বসিল, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত ভবনেও দিবানিশি প্রেম কোলাহল। এ শুভ সংযোগে কি আর শ্রীগৌরীদাসের গৃহবাস সম্ভবে!

"শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া
গৌরীদাস কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥"

সংসারের কাছে বিদায় লইয়া গৌরীদাস নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট উপনীত হইলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া পণ্ডিত গৌরীদাস একদিকে শ্রীনবদ্বীপ অপরদিকে শ্রীশান্তিপুর মধ্যস্থলে পতিতপাবনী জাহ্নবীতীরে শ্রীঅম্বিকায় (আম্বুয়া) ভজনস্থান নির্ণয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রেমময় গৌরীদাসের আগমনে প্রতিদিনই ভক্তসমাগম হইয়া অম্বিকায় প্রেমের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

ভক্তমুখে শ্রীঅম্বিকায় গৌরগতপ্রাণ গৌরীদাসের ভবনে কীর্ত্তনমহোৎসবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তাধীন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও পার্ষদগণ সঙ্গে নবদ্বীপ হইতে অম্বিকায় আগমন করিলেন। গৌরীদাস তখন তিন্তিড়ীতলে (আমলীতলায়) ধ্যানমগ্ন। শ্রীগৌর গন্ধে নয়ন খুলিয়া নয়নানন্দ প্রিয় বান্ধবের সাক্ষাৎ পাইলেন। প্রেমের সাগর উদ্বেলিত হইল। হাস্য কৌতুকে ভোজনলীলা সম্পন্ন হইল অপরাহ্নে গৌরীদাসের শ্রীঅঙ্গনে শ্রীকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কামোদ

আজু কি আনন্দ সংকীর্ত্তন

নাচে গৌর নিত্যানন্দ, পরম আনন্দকন্দ,

প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে ॥ ধ্রু ॥

নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল,
সবে মহা বিহ্বল-প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা, সবার নয়নে ধারা,
কেহ কেহ পড়ে কার গায়॥
কেহ বা পুলকভরে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে,
কাঁপে কেহ থির হইতে নারে
কেহ কারু পানে চাঞা দুইবাহু পসারিয়া,
কোলে করি ছাড়িতে না পারে
কেহ কারু পায় ধরে, পদধূলি লয় শিরে,
কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য এক রীতি, দেখি নরহরি অতি,
আনন্দে প্রভুর গুণ গায়॥

কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে সংকীর্ত্তন জনকরূপী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু পার্শ্বে ও পশ্চাতে পারিষদবর্গ ও ভক্তগণ। কীর্ত্তনের মধুর রব ব্রহ্মাণ্ডে ভেদিয়া বিরজার পারে গোলক-বৃন্দাবনে উঠিল, ধরা ধন্যা হইয়া শ্রীগৌর পদস্পর্শে নৃত্যপরা হইলেন। সে মধুর দৃশ্যে অম্বিকাবাসীর অন্তর দ্রব হইল, শ্রীরজে অঙ্গের জ্বালা জুড়াইল, কণ্ঠে কণ্ঠে শ্রীনাম উদগীত হইতে লাগিল, প্রাণের পরতে পরতে গৌররূপের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। স্পর্শ মণির ক্ষণ পরশে লৌহ সুবর্ণে পরিণত হইল। কীর্ত্তনান্তে বিশ্রাম ও ভোজন লীলা। নিভৃতে প্রিয়নর্ম্মসখা

গৌরীদাসের সহিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের রসতত্ত্ব কথা। দুইদিন বিশ্রামের পর গৌরীদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপ্রভুদ্বয় নবদ্বীপ গমন করিলেন। কয়দিন নবদ্বীপে প্রেমের হাটে বাসের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয় গৌরীদাসকে তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত 'গীতা' গ্রন্থ প্রদান করেন। পণ্ডিত সেই অমূল্যরত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুতে নয়ন সিক্ত করিতে করিতে অম্বিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে অম্বিকায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ও ভক্তগণের মিলন হইতে লাগিল। ধন্য শ্রীঠাকুর গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁহার পাদস্পর্শে শ্রীঅম্বিকা আজ দ্বাদশ পাটের মুখ্যতম শ্রীপাটের সৌভাগ্য পরম পবিত্র বৈষ্ণবতীর্থে পরিগণিত হইলেন।

শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও ভক্তগণ সঙ্গে শান্তিপুরে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মন্দিরে উপনীত। আনন্দপ্রবাহের মধ্যে শ্রীগৌরীদাসের জন্য কি জানি কেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ আকুল হইল, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অম্বিকার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে হরিনদী গ্রামের নিম্নে জাহ্নবী, নৌকাযোগে পার হইয়া প্রেমে মত্ত গৌরহরি "বৈঠা" (বহিত্র) হস্তেই অম্বিকায় গৌরীদাসের ভবনে উপস্থিত। গৌরীদাসের আজ সুপ্রভাত পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, নাম প্রেমে ত জগৎ উদ্ধার করিলে জীবের ভবসাগর ত গোষ্পদ করিয়াছ তবে আবার বৈঠা ধারণ কেন? ব্রজমণ্ডলের মানস সুরধুনীর কথা বুঝি মনে পড়িয়াছে? শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষদ্ধাস্যে

অপাঙ্গ ভঙ্গিতে পণ্ডিত ঠাকুরকে বলিলেন, "পণ্ডিত লও ধর" বলিয়া পণ্ডিতের করে বৈঠা দিয়া বলিলেন "গৌরীদাস এই বৈঠা দিয়া তুমি জগজ্জীবকে ভবসাগর পার করিও।" তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥
গঙ্গা পার হৈলু বৈঠা বাহিয়ে বৈঠায়।

এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হইতে পার করহ জীবেরে।
এত বলি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥

একেত শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর নিত্য পারিষদ, তাহাতে আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ করে বৈঠা দান ছলে তাঁহার শক্তি সঞ্চার করিলেন। শ্রীপণ্ডিতের পদভরে তখন মেদিনী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। পণ্ডিত ঠাকুর প্রভুদত্ত বৈঠা মস্তকে স্পর্শ করিয়া আসনে রক্ষা করিলেন। প্রাণ সর্ব্বস্ব প্রভুদিগের শ্রীচরণ ধৌত করিয়া আসনাদিদানে উপবেশন করাইলেন পরে যথাযোগ্যভাবে আদর আপ্যায়নে ভোজন ক্রিয়াদি সম্পন্ন করাইলেন, সায়ংকালে শ্রীকীর্ত্তন বিলাস। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে শ্রীগৌরীদাস সঙ্গে মহাপ্রভুর রসকথা। ব্রজের প্রিয়নর্ম্ম প্রিয়তম সুবলকে দেখিয়া ছন্নাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের কুঞ্জ বিলাস স্মরণ

হইল। চম্পকমালার বর্ণ সাদৃশ্যে শ্রীমতী রাধিকার কথা মনে জাগিল। প্রেমময়ীর প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে ব্রজের কানাইত আজ নদের নিমাই, তবুও সে প্রেমের গাথা ভাবের কথা ভাবিয়া প্রেম ধারায় অঙ্গ ভাসাইতেছেন। ব্রজলীলায় অসময়ে মিলন করিতে যে সুবলই দক্ষ। প্রভাতে ''কুঞ্ঝটিকা মলন'' মধ্যাহ্নে ''গোষ্ঠমিলন'' প্রভৃতি সে যে সুবলেরই সাধ্য। তাই আজ গোরাচাঁদ রসের ফাঁদ পাতিলেন। নিম্নে প্রাচীন বৈষ্ণবপদে তাহা প্রকাশ পাইতেছেন যথা—

ধ্রানশ্রী—দশকুশী

গৌরীদাস সঙ্গে, কৃষ্ণ কথা রঙ্গে, বসিলা গৌরহরি।
ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয়কোর, দোহে গলা ধরাধরি॥
ভাব সম্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞা, গৌরীদাস গৃহ হৈতে
চম্পকের মাল, আনিয়া তৎকাল, গলে দিল আচম্বিতে॥
চম্পকের হার, চাহে বারে বার, আমার গৌররায়।
রাধার বরণ, হইল স্মরণ, প্রেমধারা বহে গায়॥
প্রভু কহে বাস, শুন গৌরীদাস, মনেতে পড়িল রাধা।
বাসু ঘোষে কয়, রাই রসময়, দেখিতে হইল সাধা॥

ভাটিয়ারী—দশকুশী

গৌরীদাস করি সঙ্গে, আনন্দিত তনুরঙ্গে,
চলি যায় গোরা গুণমণি।
ভাবে অঙ্গ থরথরি, দুনয়নে বহে বারি,
চাহে গৌরীদাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য, প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য,
পড়ি গেলা সুরধুনীতীরে।
গৌরীদাস ধীরে ধীরে, ধরিয়া করিল কোরে,
কোন দুখ কহত আমারে॥
কহিবার কথা নয়, কেমনে কহিব তায়,
মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি, রাধা ভাবে গৌরহরি,
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥

শ্রীরাগ—বড়দশকুশী

কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরদাসে ধরি।
অবশ হইল অঙ্গ বলিয়া কিশোরী॥
তুমি হে মরমসখা পরম সুহৃৎ।
আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত॥
রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল।

রাধারে আনিয়া মোরে দেখাবে সুবল ॥
এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাব ।
গোপত গৌরাঙ্গ লীলা হইল প্রকাশ ॥

শ্রীরাগ—বড় দশকুশী

রাধা বলি নাচে গোরা রাধা বলি গায় ।
হা রাধা হা রাধা বলি ইতি উতি ধায় ॥
রাধা বলি গোরা মোর নেত্রনীরে ভাষে ।
রাধা বলি ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে ॥
রাধা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার ।
দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার ॥
মোহন মুরলী মোর রাধা নামে সাধা ।
দেহ রে মুরলী করে ডাকি রাধা রাধা ॥
মরম জানহ ভাই এবে কেন দেবী ॥
দেখারে রাধারে আনি নৈলে প্রাণে মরি ॥
প্রভু লইয়া গৌরীদাস নামিলেন জলে ।
ছায়া দেখাইয়া অই তব রাধা বলে ॥
নিজ মুখ প্রতিবিম্বে ভাবি রাধা মুখ ।
প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ ॥
এ রাধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে ।
মনের মরম পহুঁর আর কেবা জানে ॥

মর্ম্ম বুঝিয়া প্রিয়নর্ম্ম সখা শ্রীগৌরাঙ্গের করে ধরিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত। ভাববিহ্বল মহাপ্রভুকে বক্ষে ধারণ করিয়া কত কি বলিলেন। নিম্নে রজততরঙ্গময়ী কুলুনাদিনী গঙ্গা, ঊর্ধ্বে বৃক্ষাদিঘনাবিষ্ট কানন, দ্বিপ্রহর নিশায় পক্ষী কলরব একত্র হইয়া ব্রজের সেই বিহঙ্গবিরাবিত যমুনাতীরের কুঞ্জের ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছে। রসজ্ঞ সুবল-গৌরীদাস শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখচ্ছবি স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত করিয়া বলিলেন—

দেখহুঁ প্রাণসখা আওল তব রাধা
যমুনা সিনানে বর নারী।

অমনি সেই রাধা ভাব-কান্তি ধরা শ্রীগোরারায় অনিমিখ নয়নে রাধা বদন-সুধা পান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা লীলা যেমন প্রতিক্ষণে নব নবায়মানা তদ্রূপ প্রিয়নর্ম্মসখা সুবলের বিচিত্র সেবাও প্রতিপদে ঘনরসপূর্ণা। প্রিয়নর্ম্ম সখার নিকট ত আর মর্ম্মকথা লুকান চলে না, শ্রীগৌরীদাসের প্রেম পরখে গুপ্তলীলা ব্যক্ত হইল।

জীব হিতব্রত শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণের অল্প দিন পূর্ব্বে শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকায় পণ্ডিতের দ্বারে উপস্থিত। পণ্ডিতরাজ পরশমণি করে ধরিয়া ঘরে লইলেন। সেবাকার্য্যের পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিত ঠাকুরকে তাঁহার শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগের সংকল্প বলিলেন। পণ্ডিত গৌরীদাস শিরে

করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণপ্রিয় গৌরীদাসকে কত প্রবোধ দিলেন, এ যুগের এ আবির্ভাবের সকল কথা বলিলেন, তবু কি গৌরবিরহ ভয়ভীত গৌরীদাসের হৃদয় শান্ত হয়! আজ একে একে সকল কথাই মনে পড়িল, গৌরলীলার সুখতরঙ্গে সদা মগ্ন পণ্ডিত ঠাকুর আবার কাঁদিলেন। পণ্ডিতের চক্ষের জল গৌরহরি নিজ করে মুছাইয়া শ্রীকীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন রসে ত আজ গৌরীদাসের প্রাণ উৎফুল্লিত হইতেছে না, প্রেম বিহ্বল পণ্ডিতের প্রাণের তৃষা মিটিতেছে না, কীর্ত্তন নৃত্যে আর চরণ উঠিতেছে না। প্রাণের অন্তস্থল গুমরি উঠিতেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরীদাস শ্রীগৌর চরণে পতিত হইলেন। যথা—

ধানশী বা ভাটিয়ারী

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥

তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িও গৌর হরি,
তবে জানি পতিতপাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ-নিশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করিয়া তায়,
তবু হিয়া থির নাহে বান্ধে॥
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকতবৎসল তেঁই গায়॥

কামোদ

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঁই।
নিশ্চয় জাহিন তুমি, তোমার এ বরে আমি,
রহিলাম বন্দী দুই ভাই॥

এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই মূর্ত্তি মূর্ত্তি লৈয়া,
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান ॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমাপিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া ॥
নানা মতে পরতীত, করি ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচলপুরে ॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণ ধারণ করিয়া গৌরীদাস প্রাণের চির আকুলতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। মনের কথা গোপন ব্যথা আজ খুলিয়া বলিলেন, প্রাণ গৌরনিত্যানন্দকে আর চক্ষের অন্তরাল করিবেন না। শ্রীযুগল মূর্ত্তি গৃহে রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবেন। ত্রিতাপ দগ্ধ তাপিত জীব কোটীচন্দ্র সুশীতল পদছায়ে প্রাণ মন শীতল করিবে। জীববন্ধু গৌরীদাস তাই প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, "তোমরা যে দুটি ভাই থাক মোর এই ঠাঁই, তবে সবার হয় পরিত্রাণ।" গৌর বিরহে পণ্ডিত প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প প্রাণ প্রিয় গৌরীদাসের এ দশা কি আর করুণার অবতার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দেখিতে পারেন! পণ্ডিতকে প্রবোধন করিয়া দুই মূর্ত্তি চারি মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইলেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ পণ্ডিতকে বলিলেন, গৌরীদাস, এই চারি মূর্ত্তির যে দুই মূর্ত্তি তোমার ইচ্ছা হয় লও, লইয়া গৃহে রাখিয়া সেবা কর। পণ্ডিত গৌরীদাসের আজ আর আনন্দের সীমা নাই, প্রেমাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠিতেছে। এতদিন জাহ্নবী তীরে বাস করিয়া কায়মনোপ্রাণে যে আশালতার পোষণ করিতেছিলেন আজ প্রেমকল্পতরু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রেমামৃত ধারায় তাহা ফলবতী হইল। প্রেম বিহ্বল পণ্ডিত ঠাকুর চারি মূর্ত্তিকে ভোজন করাইয়া গন্ধ মাল্যাদি অর্পণে বিশ্রম্ভালাপে ও নানা ভাবে শ্রীমূর্ত্তি চতুষ্টয়ে অভিন্নত্ব উপলব্ধি করিয়া দুই প্রভুকে গৃহে রক্ষা করিলেন।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু পণ্ডিতকে বলিলেন—

"নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম বন্দী দুই ভাই।

• • ❋ ❋

তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।"

পণ্ডিত গৌরীদাসের গাঢ় অনুরাগে, সুনির্ম্মল প্রেমে সত্যসন্ধ প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীগৌরীদাসের মন্দিরে বন্দী হইলেন। আ মরি মরি! কি ভক্তবৎসলতা কি প্রেমবশ্যতা, এমনি করিয়াই ত ভক্তের ভগবান যুগে যুগে ভক্তিডোরে ভক্তের ঘরে বাঁধা পরেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে গৃহে পাইয়া পণ্ডিত গৌরীদাসের প্রেমসাগর উচ্ছলিত হইল। দিবানিশি প্রভুদিগের সহিত রসকথায় হাস্য কৌতুকে ও সেবা কার্য্যে নিমগ্ন রহিলেন। কথিত আছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন ভোজনকালে ভোজ্যের বহুবিধ আয়োজন দেখিয়া পণ্ডিতকে বলেন যে, আমাদিগের জন্য এত আয়োজন করিতে হইবে না, শাক অন্নেই পাক সমাধা করিও। পরদিন গৌরীদাস বহু প্রকার শাক আহরণ করিয়া তাহা হইতে বহু বহু প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেন। ভোজনকালে মহাপ্রভু

বলিলেন, গৌরীদাস আজ এত আয়োজন করিয়াছ কেন? অভিমানভরে পণ্ডিত বলিলেন, আজ্ঞামত শুদ্ধ শাক অন্নই ত করিয়াছি। হাস্য করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বলিলেন, শাক অন্নের কথা তোমার শ্রম নিবারণের জন্যই বলিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য বিফল করিয়া তুমি শাক হইতেই বহু প্রকার প্রস্তুত করিয়াছ। আজ হইতে তুমি ইচ্ছামতই সেবার আয়োজন করিও, তোমার সেবাশ্রম লাঘব করা আমাদিগের সাধ্য নয়। গৌরীদাস কৃতার্থ হইলেন, প্রভুদিগের শ্রীমুখ হইতে আত্মমত সেবার সৌভাগ্য পাইলেন। এইরূপে প্রতিদিনই গৌরীদাস মন্দিরে ভক্ত—ভগবানের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা হইতে লাগিল।

এখনও শ্রীঅম্বিকায় শ্রীশ্রীগৌরীদাসের শ্রীমন্দিরে সেই স্বয়ংব্যক্ত শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয় বর্ত্তমান। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বৃন্দাবনলীলার যেরূপ নিত্যত্ব বর্ত্তমান আছে, শ্রীশ্রীগৌরলীলাও সেইরূপ নিত্য। শাস্ত্রতাই বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

পণ্ডিত মন্দিরে শ্রীশ্রীপ্রভুদিগের নিত্যলীলার বিহার ভূমি, প্রেমের ঠাকুর গৌরীদাসের সঙ্গে প্রেমাবতার শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রেমলীলা ভক্তের চক্ষে প্রতিভাত হন, তাই লীলারস রসিক

প্রেমিক ভক্তের কণ্ঠে এখনও শুনিতে পাই ।

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে ।
গৌরীদাস মন্দিরে প্রভু শ্রীঅম্বিকাতে বিহরে ॥
পাষণ্ড দণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে ।
তপত হেম অঙ্গ কান্তি প্রাতঃ অরুণ অম্বরে ॥
বিরিঞ্চি সেব্য পাদপদ্ম ভক্ত সেব্য সাদরে ।
গৌরীদাস করতঃ আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে ॥

অদ্যাপিও পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাসের মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু দত্ত "গীতা" ও "বৈঠা" পূজিত হইতেছেন। বৈষ্ণব শ্রীগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছেন—

"প্রভু দত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে ।
আদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ।"

যে তিন্তিড়ীতলে শ্রীশ্রীগৌর গৌরীদাসের সম্মিলন হইয়াছিল, গৌরস্পর্শে সেই বৃক্ষরাজ কল্প পাদপের সৌভাগ্য মণ্ডিত হইয়া আজও বর্ত্তমান। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ শ্রীবৃক্ষ পতিত হন, সেই সময়ে শ্রীঅম্বিকায় শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ বাবাজী শ্রীভগবানদাস ঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমান। কল্পবৃক্ষ ভূমিস্মাৎ হাওয়ায় শ্রীশ্রীমন্দিরের সেবাইতগণ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন

তাঁহাদের সান্ত্বনা দিয়া সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় বলেন যে, যে শ্রীপাদপ শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছেন তাহার ধ্বংস ত নাই, দেখুন প্রভু এই উপলক্ষে আবার কি লীলা করেন। কয়েক মাস পরে এক পার্শ্বের শুষ্ক বল্কল হইতে পল্লব প্রকাশ হইলেন, ক্রমে ক্রমে ঐরূপ পল্লব বিকাশ হইতে বিশাল কল্পবৃক্ষ প্রসূত হইয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় তেঁতুল বৃক্ষ হইতে অশ্বত্থ বটের ন্যায় অসংখ্য বোয়া (ক্ষুদ্র শিকড়) উর্দ্ধ হইতে নামিয়া ভূমি স্পর্শে বৃক্ষকে রক্ষা করিতেছেন। ঐ কল্প পাদপ মূলে দাঁড়াইলে, শ্রীপাদপে অঙ্গ স্পর্শ করিলে সত্যই আনন্দলাভ হয়। এই অপ্রাকৃত লীলাস্থলী দর্শনে স্বতঃই প্রাণে উদয় হয় যে—

"মধুর গৌরাঙ্গলীলা পরাণ জুরায় এমনি মিঠে।
পাষাণেতে জল ঝরে ভাই মরা গাছে মুকুল ফুটে॥"

পণ্ডিত গোঁসাই শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ধীর-সমীর কুঞ্জে "শ্যামরায়" নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এই যে প্রভু নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবা মাতার কোলে একটি ছোট ছেলে যমুনায় স্নান করিবার সময় উঠিয়া আসে এবং ইহাকে তাঁহার পিতৃব্য গৌরীদাস পণ্ডিতের আজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইনিই "শ্যামরায়" নামে অভিহিত। এই কুঞ্জের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু জয়দেব গোস্বামী-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দে "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বন-

মালী'' শ্লোকে এই কুঞ্জের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর চরণ ধরিয়া মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাকে অভিসার স্থান বলে। এই মন্দিরের সেবাইত ও শিষ্যাদিগের অবহেলায় এবং পরে ইং ১৯২৪ সালের বন্যার আক্রমণে ইহা একেবারে ধ্বংস প্রায় হয়। না জানি কাহার প্রেরণায় কৃষ্ণনগর নিবাসী জহরলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার আজীবন উপার্জ্জনের বার হাজার টাকা এবং নিম্নলিখিত ৪ / ৫টি ভক্তের সাহায্যে সাত আট বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া এই বিশাল মন্দিরের সংস্কার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার এই স্বার্থ ত্যাগের দ্বারা সেবাইতগণকে ও ভক্তবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা সূত্রে বন্ধ করিয়াছেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে জনসাধারণের নিকট এই কীর্ত্তির জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

সর্দ্দার আনন্দ সিংহ, বাটালা, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব।	১৫০/-
সর্দ্দার সুন্দর সিংহ, মিয়ানি, সাপুর, পাঞ্জাব।	১০০ -
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার, ম্যানেজার, পুরসুন্দরী ষ্টেট, কলিকাতা।	৩০০/-
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর তহবিল, কালনা, বর্ধমান।	৩৫০/-
শ্রীযুক্ত রজনীকান্তকুমার উকিল, পূর্ণিয়া, কিসেনগঞ্জ।	৬০/-
মোট টাকা	৯৬০/-

□

সেবাইতগণের নাম এবং তাঁহাদের অংশ—

	টা—আ—পা
৺তপেন্দ্রকুমার গোস্বামীর একমাত্র পুত্র তাপস গোস্বামী	০—৬—৯
৺নন্দলাল গোস্বামীর বংশধরগণ	০—৩—৪॥
৺গৌরলাল গোস্বামীর বংশধরগণ	০—৩—৪॥
৺অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ	০—২—৬

: প্রথম প্রকাশ :

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর গাদীর

সেবাসংরক্ত

শ্রীচুণীলাল গোস্বামী ঠাকুর

ইং : ১৯২২ সাল

□

: দ্বিতীয় সংস্করণ :

তস্য একমাত্র পুত্র

শ্রীতপেন্দ্রকুমার গোস্বামী ঠাকুর

ইং-১৯৩৮ সাল

□

: তৃতীয় সংস্করণ :

তস্য একমাত্র পুত্র

শ্রীতাপসকুমার গোস্বামী

ইং-১৯৯৯ সাল